Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 185-194
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.063

এয়ারের যাচাইকরণ সূত্র: একটি পর্যালোচনা

রিয়া ভট্টাচার্য্য, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.01.2026; Accepted: 26.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ayer's verification principle is a key idea in logical positivism, developed by him in his book *Language, Truth and Logic* (1936). According to the principle of verification a statement is meaningful only if it is analytic (true by definition) or it is empirically verifiable (can be tested by experience or observation); otherwise, it is cognitively meaningless. Ayer used the principle to dismiss metaphysical claims (like God's Existence) as meaningless, arguing that they are not factually verifiable. But he later faced criticism from Isaiah Berlin and Alonzo Church. In this paper we shall discuss all these things as given in his *Language, Truth and Logic*.

Keywords: Verification principle, logical positivism, strong verification, weak verification, observation statement, direct verifiability, indirect verifiability

বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক এ. জে. এয়ার (Alfred Jules Ayer, 1910-1989) ১৯১০ সালের ২৯ শে অক্টোবর ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইটন্ কলেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর আরো বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে তিনি ভিয়েনায় আসেন। ভিয়েনায় থাকাকালীন তিনি বিখ্যাত ভিয়েনা চক্রের (Vienna Circle) সংস্পর্শে আসেন। বিশিষ্ট জার্মান চিন্তাবিদ মরিৎশ শ্লিক (Moritz Schlick, 1882-1936) ১৯২২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে কেন্দ্র করে যে ভিয়েনা চক্র গড়ে ওঠে এয়ার অচিরেই সেই চক্রের সংস্পর্শে আসেন এবং এঁদের একজন অন্যতম শরিক হয়ে ওঠেন। এয়ার প্রমুখ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল এযাবৎ দর্শনের আলোচনায় যে অধিবিদ্যার চর্চাকে কেন্দ্রবিন্দু ভাবা হত তার অর্থহীনতা ও ব্যর্থতাকে ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো। অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু এরকম কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয় বা অতীন্দ্রিয় জগতকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা স্বীকার করেন না। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, দর্শনের কাজ কোনো অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান করা নয়, বরং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকাঠামোর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, সেইসঙ্গে ভাষা কাঠামোর বিশ্লেষণ করাই হল দর্শনের প্রাথমিক কাজ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অষ্ট্রিয়ান ব্রিটিশ দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (Ludwig Wittgenstein, 1889-1951)–এর কথা আসে। ভিটগেনস্টাইন তাঁর ***Tractatus Logico Philosophicus*** (১৯২১) নামক গ্রন্থে ঘোষণা করেন,

> "Philosophy aims at the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a body of doctrine but an activity. A Philosophical work consists essentially of elucidations."[1]

অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র কয়েকটি তত্ত্বের সমষ্টিমাত্র নয়, বরং দর্শন হল এক ধরনের প্রক্রিয়া যা আমাদের চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা আনে। ভিটগেনস্টাইন মনে করতেন ভাষার বাহ্যিক রূপের আড়ালে একটা যৌক্তিক কাঠামো (logical Structure) লুকিয়ে থাকে। আমরা সেই কাঠামোটাকে ঠিক মতো বুঝতে পারিনা বলেই চিন্তাভাবনায় নানা বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং ফলতঃ নানা দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। তাঁর মতে দর্শনের কাজ হল এই প্রচ্ছন্ন কাঠামোটাকে উদ্ধার করা এবং সেইসঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা আনা। ভিটগেনস্টাইন ও তাঁর অনুগামীরা মনে করতেন, বৌদ্ধিক (conceptual) অথবা ভাষা বৈজ্ঞানিক (linguistic) বিশ্লেষণই দর্শনের একমাত্র কাজ। এয়ার মনে করেছেন বিশ্লেষণধর্মী কার্যক্রমের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রকে ধরে রাখার এই প্রবণতা নতুন নয়। অনেকদিন আগেই যখন ডেভিড হিউম (David Hume 1711-1776) তাঁর ***An Enquiry Concerning Human Understanding*** (১৭৪৮) গ্রন্থে অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তখন থেকেই এ প্রবণতার সূত্রপাত বলা যেতে পারে। হিউম তাঁর এই ***Enquiry*** গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে বলেছেন,

> "All the objects of human reason or enquiry may naturally be divided into two kinds, to wit, Relations of Ideas, and Matters of Fact"[2]

অর্থাৎ হিউম জ্ঞানের বিষয়কে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। যথা- ধারণার সম্বন্ধ (Relations of Ideas) এবং বাস্তব ব্যাপার (Matters of Fact)। ধারণার সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানের বিষয় হল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ (a priori) বুদ্ধিলব্ধ বিমূর্ত ধারণা এবং বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় হল অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ (a posteriori) মূর্ত বা বাস্তব বিষয়। হিউমের মতে আধিবিদ্যক গ্রন্থগুলি যেহেতু এই দুটি বিভাগের কোনটির মধ্যেই পড়ে না অর্থাৎ এসব গ্রন্থে যেহেতু সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্কিত বিমূর্ত সূত্রাবলীর উল্লেখ নেই, তেমনি আবার অভিজ্ঞতাসিদ্ধ বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধেও যুক্তিপূর্ণভাবে কিছু বলা হয়নি, তাই এই জাতীয় সব গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলাই শ্রেয়। কেননা বইটিতে কুতর্ক এবং ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। ***An Enquiry Concerning Human Understanding*** গ্রন্থে হিউম একথাই বলেছেন।

> "If we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for instance; let us ask, Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames: for it can contain nothing but sophistry and illusion."[3]

হিউমের সঙ্গে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মিল এখানেই যে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাও অধিবিদ্যার দাবিদাওয়া খণ্ডনের সূত্রেই বিশ্লেষণমুখী দর্শনচর্চার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এমনি একটা সূত্রের সন্ধান করেছিলেন যা অধিবিদ্যার ধোঁয়াটে বাক্যসম্ভারকে প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপক বিবৃতিসমূহ থেকে আলাদা করে দেবে। এরূপ সূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছিলেন তাদের প্রার্থিত সূত্রটি যা যাচাইকরণ সূত্র (the principle of verification) নামে পরিচিত ছিল।

যাচাইকরণ সূত্রটি সর্বপ্রথম প্রস্তুত করেন ভিয়েনা চক্রের মধ্যমণি মরিৎশ শ্লিক। শ্লিক তাঁর ***Meaning and Verification*** প্রবন্ধে বলেছেন,

> "The meaning of a statement is the method of its verification; that is we know the meaning of a statement if we know the conditions under which the statement is true or false."[4]

অর্থাৎ কোনো বিবৃতির অর্থ হল বিবৃতিটি যাচাই করার পদ্ধতিটি স্বয়ং। অর্থাৎ শ্লিক বলতে চেয়েছেন, যে পদ্ধতিতে একটি বিবৃতি যাচাইকৃত হয় সেই পদ্ধতিতেই ঐ বিবৃতিটির অর্থ নিরূপিত হয়। যেমন- 'সীজার রুবিকন নদী অতিক্রম করেছিলেন'— এই বিবৃতিটি বিবেচনা করা যাক। শ্লিকের মতে এই বিবৃতিটির অর্থ নির্ণয়ের উপায় হল এই বিবৃতিটির সত্যতা নির্ণয়ের উপায়টাকে বের করা। যথা, ইতিহাস বই খুঁজে দেখা যে সেখানে সীজারের রুবিকন নদী পার হওয়া নিয়ে কোনো তথ্য সংকলিত হয়েছে কিনা। যেমন কেউ যদি এইকালে আমাদের জানায় যে, সীজার রুবিকন নদী পার হয়েছিলেন তাহলে শ্লিকের মতে, তার বলা কথাটির অর্থ হবে— প্রামাণ্য ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এই দাবির অনুকূলে ইতিহাসবিদ্‌দের অভিমত পাওয়া যাবে।

তবে এয়ার কিছুটা ভিন্নভাবে যাচাইকরণ সূত্রটি প্রস্তুত করেন। তিনি তাঁর ***Language, Truth and Logic*** বইতে সেইসব আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তের সন্ধান করেছেন যেসব শর্ত পূরণ করলে একটি বিবৃতি তথ্যগতভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এয়ারের মতে একটি বাক্য কারোর কাছে তথ্যগতভাবে অর্থপূর্ণ হবে কেবল যদি ঐ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত বচনটি যাচাই করার উপায় তার জানা থাকে, অর্থাৎ বচনটির সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় তার জানা থাকে। অর্থাৎ যদি জানা থাকে যে, কোন্ কোন্ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে সে বচনটিকে সত্য বলে গ্রহণ করবে, আর কোন্ কোন্ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে সে বচনটিকে মিথ্যা বলে বর্জন করবে। ***Language, Truth and Logic*** বইতে এয়ার একথাই বলেছেন,

> "We say that a sentence is factually significant to any given person, if and only if, he knows how to verify the proposition which it purports to express- that is, if he knows what observations would lead him, under certain conditions, to accept the proposition as being true, or reject it as being false."[5]

যেমন-'চাঁদের মাটি সবুজ পনীর দিয়ে গড়া'— এই বাক্যটি অর্থপূর্ণ কিনা তা বিচার করা যাক। আপাতদৃষ্টিতে এই বাক্যটি অসম্ভব বলে মনে হলেও এয়ারের মতে এই বিবৃতিটি অর্থপূর্ণ (meaningful), কেননা এই বিবৃতিটি যাচাইযোগ্য অর্থাৎ এই বিবৃতিটির সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় আমাদের জানা আছে। যদি কেউ চাঁদে পৌঁছায় তাহলে চাক্ষুষ অনুভবের মাধ্যমে স্থির করতে পারবে চাঁদের মাটি সবুজ কিনা এবং রাসন অনুভবের মাধ্যমে স্থির করতে পারবে ঐ মাটি পনীর স্বাদের কিনা। অর্থাৎ আমাদের জানা আছে, কি ধরনের নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা বাক্যটিকে সত্য বলে গ্রহণ করব, আর কি ধরনের নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা বাক্যটিকে মিথ্যা বলে বর্জন করব। অন্যদিকে 'জগৎ অলীক'—এই জাতীয় আধিবিদ্যক বচনগুলি এয়ারের মতে অর্থহীন। কেননা এই ধরনের বচনগুলিকে যাচাই করার কনো উপায় আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ আমরা জানি না কি ধরনের নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা বচনটিকে সত্য বলে গ্রহণ করব, আর কি ধরনের নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা বচনটিকে মিথ্যা বলে বর্জন করব। এয়ার বলেন, "a metaphysical pseudo proposition is not even in principle verifiable."[6] তাই এয়ারের দৃষ্টিতে আধিবিদ্যক বচনগুলি অর্থহীন (nonsensical) বলেই গণ্য।

এয়ারের মতে একটি বাক্য তখনই বচনরূপে প্রকাশিত হবে যখন সেটি অর্থপূর্ণ হবে। এ প্রসঙ্গে এয়ার বাক্যের দু ধরনের অর্থের কথা বলেছেন— আক্ষরিক অর্থ (literal meaning) এবং আবেগাত্মক অর্থ (emotional meaning)। একটি বাক্য আক্ষরিকভাবে অর্থপূর্ণ হবে কেবল যদি এটি কোনো বচনকে প্রকাশ করে, যে বচনটি হয় বিশ্লেষক (analytic) অথবা অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্য (emperically verified) হবে। কিন্তু এমন অনেক বিবৃতি আছে যেগুলি বিশ্লেষক নয়, আবার অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্যও নয়। এয়ার বলেন

এইজাতীয় বাক্যগুলি আক্ষরিকভাবে অর্থহীন, এইজাতীয় ছদ্ম বচনগুলির (pseudo-proposition) আবেগাত্মক অর্থ স্বীকার করা গেলেও কোনো আক্ষরিক অর্থ নেই। এয়ার তাঁর ***Language, Truth and Logic*** বইতে বলেছেন,

> "If not a tautology, a mere pseudo-proposition. The sentence expressing it may be emotionally significant to him; but it is not literally significant."[7]

এয়ারের মতে একটি বাক্য বচনরূপে প্রকাশিত হবে যদি সেটি যাচাইযোগ্য হয়। একটা বচন কতটা মাত্রায় যাচাইযোগ্য সেই অনুসারে এয়ার 'যাচাই' শব্দটিকে দুটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন—সবল অর্থে (strong sense) এবং দুর্বল অর্থে (weak sense)। এয়ারের মতে,

> "A proposition is said to be verifiable, in the strong sense of the term, if and only if, its truth could be conclusively established in experience. But it is verifiable in the weak sense, if it is possible for experience to render it probable."[8]

অর্থাৎ কোনো বচনকে সবল অর্থে যাচাইযোগ্য বলা যাবে যদি এবং কেবল যদি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে ঐ বচনের সত্যতা নির্ণয় করা যায়। যেমন- 'চাঁদে প্রাণের অস্তিত্ব আছে' এইধরনের বচনগুলি সবল অর্থে যাচাইযোগ্য।

অন্যদিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি কোনো বচনের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করা যায় তাহলে তা হবে দুর্বল অর্থে যাচাইযোগ্য। যেমন- 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এইধরনের বচনগুলি দুর্বল অর্থে যাচাইযোগ্য। অর্থপূর্ণতা নির্ণয়ের বিধি হিসাবে 'যাচাইযোগ্যতা' শব্দটিকে যদি সবল অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন-'আর্সেনিক হয় বিষাক্ত', 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এইধরনের সাধারণ বিবৃতিগুলির (general proposition) সত্যতা অভিজ্ঞতার দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, কেননা বস্তুতঃ অভিজ্ঞতায় আমরা সীমিত সংখ্যক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে থাকি। সুতরাং সবল অর্থে যাচাইযোগ্যতা (strong verification) সম্ভব নয়। কারণ একটি অনুভবধর্মী বচনের (emperical proposition) সত্যতা সর্বদাই অপর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। এইজন্য এয়ার অনুভবধর্মী বচনগুলির ক্ষেত্রে যাচাইযোগ্য শব্দটাকে দুর্বল অর্থে (weak sense) গ্রহণ করেছেন। এয়ার তাঁর ***Language, Truth and Logic*** বইতে বলেছেন,

> "Consider, for example, the case of general propositions of law such propositions, namely, as 'arsenic is poisonous'; 'all men are mortal'; 'a body tends to expand when it is heated'. It is of the very nature of these propositions that their truth cannot be established with certainty by any finite series of observations."[9]

এখন প্রশ্ন হতে পারে, লজিক ও গণিতের বচনগুলি তো নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য নয়, তাহলে এইজাতীয় বচনগুলিকে কি এয়ার অর্থহীন বলবেন? এই প্রসঙ্গে এয়ার বলেন, লজিক ও গণিতের বচনগুলি নিরীক্ষণে যাচাইযোগ্য না হলেও এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বাক্যের আকার (form) বিবেচনা করেই এসব বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জেনে নেওয়া যায়। কাজেই এরকম আকারভিত্তিক সত্যাসত্য থাকার দরুন এসব বাক্য নিরীক্ষণে যাচাইকৃত না হলেও অর্থপূর্ণ বলেই গণ্য হয়।

এ পর্যন্ত যাচাইকরণ সূত্রের দুটি ভিন্ন রূপ আমরা লক্ষ্য করলাম। একটি হল যাচাইকরণ সূত্রের শ্লিক-কৃত রূপ, অন্যটি হল এ সূত্রের এয়ার-কৃত রূপান্তর। এয়ারের মতে যাচাইকরণ সূত্র প্রকৃতপক্ষে একটা

বিধি, যে বিধি স্থির করে দেয়, অমুক বাক্য আদৌ অর্থপূর্ণ (meaningful) হয়েছে কিনা। অন্যদিকে, শ্লিকের মতে, যাচাইকরণ সূত্র একটা পদ্ধতির (procedure) জ্ঞাপক, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে বলে দেওয়া যায়, অমুক বাক্যের অর্থটা (meaning) কী। এয়ারের যাচাইকরণ নীতির প্রধান কাজ ছিল যুক্তির দৃষ্টিতে অর্থহীন বাক্যগুলোকে ভাষার অর্থপূর্ণ বাক্যগুলো থেকে পৃথক করা। শ্লিকের মতো বাক্যের অর্থ উদ্ধার করার প্রয়াস তিনি করেন নি। এখানেই শ্লিকের সাথে এয়ারের প্রধান পার্থক্য। এয়ার চাইছিলেন অর্থপূর্ণতা নির্ণয়ের একটা বিধি। অর্থাৎ এমন একটা বিধি যা অনুসরণ করলে কোনো ঘোষক বাক্যকে অর্থপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এয়ারের মতে কোনো বাক্য অর্থপূর্ণ হয়েছে কিনা শুধু সেইটুকু নির্ণয় করাই যাচাইকরণ নীতির কাজ, কিন্তু বাক্যটির অর্থ উদ্ধার করা যাচাইকরণ নীতির কাজ নয়। কিন্তু এরকম একটি সীমিত লক্ষ্যের সূত্র তৈরি করাও খুব সহজ কাজ ছিল না। এয়ার স্মরণ করেছেন, যাচাইকরণ সূত্রের জন্মলগ্ন থেকে প্রচুর ভুলভ্রান্তির অবকাশ এ সূত্র রূপায়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেরকম একটা ভ্রান্তির কথা এয়ার এখানে উল্লেখ করেছেন।

যাচাইকরণ নীতির প্রস্তুতি পর্বে এই সূত্রের সম্ভাব্যরূপ সম্পর্কে নানা প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছিল। এদের মধ্যে একটি ছিল এইরকম— একটি বাক্য (sentence) কোনো ব্যক্তির কাছে তথ্যগতভাবে অর্থপূর্ণ (factually significant) বলে গণ্য হবে, যদি এবং কেবল যদি তার জানা থাকে, কী ধরনের নিরীক্ষণের ভিত্তিতে সে ঐ বাক্যের দ্বারা প্রকাশিতব্য বচনটিকে গ্রহণ করতে পারে বা বর্জন করতে পারে।

এয়ার বলেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে একটা বড় ধরনের ত্রুটি ছিল। কারণ এ প্রস্তাবের উদ্যোক্তারা সকল মানুষকেই যুক্তিবাদী হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ যে কখনও কখনও অযৌক্তিক বিশ্বাসকেও প্রশ্রয় দিয়ে থাকে একথা তারা ভেবে দেখেন নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিল এবং তারপর হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে দেখে (নিরীক্ষণ করে) সে সিদ্ধান্ত করে যে, ঈশ্বর আছেন। এরকম নিরীক্ষণ কখনই ঈশ্বর বিষয়ক বচনটির সত্যতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু উপরিউক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে এই নিরীক্ষণকে মূল্য দিতে হত-ই। কেননা, এই প্রস্তাবের মধ্যে উপযুক্ত নিরীক্ষণের কথা নেই, নিরীক্ষণ মাত্রের কথা রয়েছে। যেহেতু আলোচ্য উদাহরণে নিরীক্ষণের ভিত্তিতেই ঈশ্বর বিষয়ক বচনটি গৃহীত হয়েছে তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক বাক্যটি এক্ষেত্রে তথ্যগতভাবে অর্থপূর্ণ বলেই গণ্য হত। এমতাবস্থায়, যেসব বাক্য প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী নয় সেইসব বাক্যও আলোচ্য প্রস্তাব অনুসারে অর্থপূর্ণ বলে গৃহীত হবার আশঙ্কা থাকবে।

এরূপ আশঙ্কা থেকেই এয়ার তাঁর ***Language, Truth and Logic*** বইয়ের প্রথম সংস্করণে (১৯৩৬) এমন এক ধরনের নিরীক্ষণ বিবৃতির (observation statements) উল্লেখ করেছেন যাতে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষলভ্য ব্যাপারই ব্যক্ত হয়। যেমন-'এই ফুলটা গন্ধহীন' এরকম নিরীক্ষণ বিবৃতিকে এয়ার অনুভবধর্মী বচন (experiential proposition) বলেছেন। প্রকৃত তথ্যধর্মী বচন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এসব অনুভবধর্মী বচন তাঁর সহায় হয়েছিল। ধরা যাক্, আমরা জানতে চাইছি 'সব লাল ফুল গন্ধহীন' এই বচনটি প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী কিনা। এয়ারের মতে, এক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে অন্যান্য কিছু বচনের সহযোগে এই বচনটি থেকে একটি অনুভবধর্মী বচন নিষ্কাশিত হয় কিনা। এবার 'সব লাল ফুল গন্ধহীন' এই বচনটির সহযোগী বচন হিসাবে যদি 'এই ফুলটি লাল' এই বচনটি নিই, তাহলে এদের থেকে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে নিঃসৃত হয় 'এই ফুলটি গন্ধহীন' এই অনুভবধর্মী বচনটি। যথা-

সব লাল ফুল গন্ধহীন (মূল বচন)
এই ফুলটা লাল (সহযোগী বচন)

∴ এই ফুলটা গন্ধহীন (অনুভবধর্মী বচন)

এয়ারের মতে, এরপর আরো দেখতে হবে, এইভাবে যে অনুভবধর্মী বচনটি পাওয়া গেল সেটি যেন শুধুমাত্র সহযোগী বচন থেকে নিষ্কাশিত না হয়। যুক্তিবিজ্ঞানের কোনো নিয়ম অনুসারেই 'এই ফুলটি লাল' এই বচনটি থেকে 'এই ফুলটি গন্ধহীন' বচনটি নিষ্কাশিত হয় না।

সুতরাং দুটো জিনিস প্রমাণিত হল— প্রথমত, অন্য একটি বচনের সাহায্যে মূল বচনটি থেকে একটি অনুভবধর্মী বচন নিষ্কাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই অনুভবধর্মী বচনটি শুধুমাত্র সহযোগী বচন থেকে নিষ্কাশিত হয় না।

সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'সব লাল ফুল গন্ধহীন' এই মূল বচনটি প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী বচন। সুতরাং এই বচনের প্রকাশক বাক্যটি অবশ্যই যাচাইযোগ্য এবং সেই কারণে অর্থপূর্ণও বটে। ***Language, Truth and Logic*** বইয়ের প্রথম সংস্করণে এয়ার এভাবেই যাচাইযোগ্যতার মানদণ্ড প্রস্তুত করেছিলেন।

কিন্তু এই মানদণ্ডটি বেশিদিন টেকেনি। বার্লিন (Isaiah Berlin, 1909-1997) তাঁর ***Verification*** নামক প্রবন্ধে দেখিয়ে দেন যে, এই মানদণ্ডটি অতি উদার। কেননা এই মানদণ্ড অনুসরণ করে যে কোন বাক্যকে এমনকি আধিবিদ্যক বাক্যগুলিকেও তথ্যধর্মী প্রমাণ করা সম্ভব।

যেমন- ধরা যাক, আমরা জানতে চাইছি 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন' এই বচনটি প্রকৃত অর্থে তথ্যধর্মী কিনা। এই বচনটির সহযোগী বচন হিসাবে যদি নেওয়া হয় এই বচনটি 'যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা' তাহলে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে 'এই পৃষ্ঠাটি সাদা' এই অনুভবধর্মী বচনটি নিঃসৃত হয়। যথা-

সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন (মূল বচন)
যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা (সহযোগী বচন)
∴ এই পৃষ্ঠাটি সাদা (অনুভবধর্মী বচন)

দ্বিতীয়ত, এই অনুভবধর্মী বচনটি শুধুমাত্র সহযোগী বচনটি থেকে নিষ্কাশিত হয় না।

সুতরাং দুটো জিনিস প্রমাণিত হল— প্রথমত, অন্য একটি বচনের সাহায্যে মূল বচনটি থেকে একটি অনুভবধর্মী বচন নিষ্কাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই অনুভবধর্মী বচনটি কেবলমাত্র সহযোগী বচন থেকে নিষ্কাশিত হয় না।

বার্লিনের মতে, 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন' এই মূল বচনটিকে এয়ার তথ্যধর্মী বলতে বাধ্য থাকবেন। সেক্ষেত্রে এই বচনের প্রকাশক বাক্যটি যাচাইযোগ্য বলে গণ্য হবে, এবং সেই কারণে অর্থপূর্ণ বলেও গণ্য হবে। বার্লিন এভাবে দেখিয়েছেন যে, এয়ারের মানদণ্ডটির সাহায্যে যে কোনো বাক্যকে, এমনকি অনুভবে অসিদ্ধ বাক্যকেও অর্থপূর্ণ বলে প্রমাণ করা যায়। এই মানদণ্ডটি অতি উদার। বস্তুত মানদণ্ড হিসাবে প্রয়োগের অযোগ্য।[10]

বার্লিনের এই আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এয়ার তাঁর ***Language, Truth and Logic*** বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৬) যাচাইকরণ নীতিটিকে একটু অন্যভাবে প্রস্তুত করেন। এই সংস্করণে এয়ার দুরকম যাচাইযোগ্যতার কথা বলেছেন— সরাসরি যাচাইযোগ্যতা (direct verifiability) এবং পরোক্ষ যাচাইযোগ্যতা (indirect verifiability)। এয়ারের মতে একটি বিবৃতিকে সরাসরি যাচাইযোগ্য হতে গেলে নিম্নোক্ত দুটি শর্তের যে কোনো একটি পূরণ করতে হবে।

I. এ বিবৃতিকে কোনো না কোনো নিরীক্ষণ বিবৃতি হতে হবে। (if it is either itself an observation statement....)[11]

অথবা

II. এক বা একাধিক নিরীক্ষণ বিবৃতি সহযোগে এ বিবৃতি থেকে অন্তত একটি নিরীক্ষণ বিবৃতি অনুসৃত হতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যে নিরীক্ষণ বিবৃতিটি অনুসৃত হল সেটা যেন কেবলমাত্র সহযোগী বচন থেকে নিষ্কাশিত না হয়। (or is such that in conjunction with one or more observation-statements it entails at least one observation-statement which is not deducible from these other premises alone.)[12]

যাচাইযোগ্যতার শর্তটি এভাবে প্রস্তুত করে এয়ার বার্লিনের আপত্তিটি খণ্ডন করলেন। কেননা বার্লিন যে হেতুবাক্যটির উল্লেখ করেছেন 'যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা' এটি একটি প্রাকল্পিক বচন, কিন্তু নিরীক্ষণ বিবৃতি নয়। সুতরাং এয়ারের সংশোধিত মানদণ্ডের নিরিখে বার্লিন প্রদত্ত মূল বচনটি 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন' সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না। আবার এই বচনটি পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্যও নয়। কেননা এয়ারের মতে কোনো বিবৃতিকে পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হতে গেলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে।

I. এক বা একাধিক হেতুবাক্য সহযোগে এ বিবৃতি থেকে এক বা একাধিক সাক্ষাৎ-যাচাইযোগ্য বিবৃতি অনুসৃত হতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে, এগুলো যেন শুধুমাত্র সহযোগী হেতুবাক্যসমষ্টি থেকে নিষ্কাশনযোগ্য না হয়। তাঁর ভাষায় "....that in conjunction certain other premises it entails one or more directly verifiable statements which are not deducible from these other premises alone."[13]

এবং

II. এসব সহযোগী হেতুবাক্যসমষ্টির মধ্যে যেন এমন কোনো বিবৃতি স্থান না পায়, যা বিশ্লেষক নয়, অথবা সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য নয়, অথবা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য নয়। (that these other premises do not include any statement that is not either analytic, or directly verifiable, or capable of being independently established as indirectly verifiable.)[14]

বার্লিন প্রদত্ত সহযোগী হেতুবাক্যটি 'যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর থাকেন তাহলে এই পৃষ্ঠাটি সাদা'— এই বাক্যটি যেহেতু বিশ্লেষক নয়, সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য নয় এবং পরোক্ষভাবেও যাচাইযোগ্য নয় তাই এয়ারের সংশোধিত মানদণ্ড অনুসারে বার্লিন প্রদত্ত মূল বচনটি 'সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর ছিলেন' বচনটি পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য বলেও গণ্য হতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বার্লিনের আপত্তি এক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য হচ্ছে না।

এয়ার তাঁর ***The Central Questions of Philosophy***[15] গ্রন্থে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি ভেবেছিলেন যাচাইযোগ্যতার সূত্রটি নতুন করে প্রস্তুত করার ফলে তাঁর প্রস্তাবিত সূত্রটি রক্ষা পেল। কিন্তু তাঁর এই প্রত্যাশায় বাদ সাধলেন আমেরিকান গণিতজ্ঞ ও যুক্তিবিজ্ঞানী আলোনঝো চার্চ (Alonzo Church, 1903-1995)। ***The Journal of Symbolic Logic***[16]-এর একটি সংখ্যায় চার্চ প্রমাণ করে দেন যে, এয়ারের এই সংশোধিত সূত্ররূপটিও অতি উদার। এর দ্বারা যে কোনো বিবৃতি পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য বলে গণ্য হয়ে যেতে পারে। চার্চের প্রমাণটি এরকম—এ প্রসঙ্গে চার্চ তিনটি নিরীক্ষণ বিবৃতি নিয়েছেন, যথা- O_1, O_2 এবং O_3। ধরা যাক এই তিনটি নিরীক্ষণ বিবৃতি একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ এদের কোনো একটা

থেকে অন্যটি নিঃসৃত (entailed) হয় না। এছাড়া চার্চ ব্যবহার করেছেন একটা সাধারণ বিবৃতি, যথা-'S'। এই বিবৃতিটির বিষয়বস্তু বাস্তব, অবাস্তব, যা খুশি হতে পারে।

এবার চার্চ দেখিয়েছেন যে, 'S' বিবৃতিটির সহযোগী বচন হিসাবে যদি '$(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $(O_3 \cdot \sim S)$' বচনটি নেওয়া হয় তাহলে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে 'O_2' এই নিরীক্ষণ বিবৃতিটি নিঃসৃত হয়। যথা-

1.	$(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $(O_3 \cdot \sim S)$	
2.	S	/ ∴ O_2
3.	$[(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $O_3] \cdot [(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $\sim S]$	1, Dist.
4.	$[(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $\sim S] \cdot [(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $O_3]$	3, Com.
5.	$(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $\sim S$	4, Simp.
6.	$\sim S$ v $(\sim O_1 \cdot O_2)$	5, Com.
7.	S ⊃ $(\sim O_1 \cdot O_2)$	6, Impl.
8.	$\sim O_1 \cdot O_2$	7, 2 M.P.
9.	$O_2 \cdot \sim O_1$	8, Com.
10.	O_2	9, Simp.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে কোনো ধরনের একটা বিবৃতি (যথা-'S') থেকে, নির্দিষ্ট একটা হেতুবাক্য সহযোগে, একটি নিরীক্ষণ বিবৃতি (যথা-'O_2') নিঃসৃত হচ্ছে। অর্থাৎ একটি সাক্ষাৎ যাচাইযোগ্য (directly verifiable) বিবৃতি নিঃসৃত হচ্ছে। কারণ এয়ারের সংশোধিত শর্তাবলী অনুসারে সাক্ষাৎ যাচাইযোগ্য থাকার একটা লক্ষণ হল নিরীক্ষণ বিবৃতি হওয়া। অথচ এই O_2 নিরীক্ষণ বিবৃতিটা কেবলমাত্র সহযোগী হেতুবাক্যটি থেকেও নিঃসৃত হয়না। সুতরাং এয়ারের সংশোধিত মানদণ্ড অনুসারে 'S' কে পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য বলা উচিত। কিন্তু 'S' তো যে কোনো ধরনের বিবৃতি বলে এখানে স্বীকৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলতে হয়, এয়ারের মানদণ্ড অনুসারে যে কোনো বিবৃতি, এমনকি অবাস্তব বিবৃতিও যাচাইযোগ্য বলে গণ্য হয়ে যাবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বার্লিনের আপত্তির উত্তর দেওয়ার সময় এয়ার বলে দিয়েছিলেন যে, সহযোগী হেতুবাক্যটিকে হয় বিশ্লেষক অথবা সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য অথবা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য হতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, চার্চের সহযোগী হেতুবাক্যটি কি এরূপ? এ প্রসঙ্গে চার্চ বলেন, তিনি যে সহযোগী হেতুবাক্যটির উল্লেখ করেছেন সেটিকে এয়ার সরাসরিভাবে যাচাইযোগ্য বলতে বাধ্য থাকবেন। কেননা—

i. $(\sim O_1 \cdot O_2)$ v $(O_3 \cdot \sim S)$ এই সহযোগী হেতুবাক্যটির সঙ্গে O_1 এই নিরীক্ষণ বিবৃতিটি যুক্ত করলে যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে 'O_3' এই নিরীক্ষণ বিবৃতিটি নিঃসৃত হয়।

ii. O_3 বিবৃতিটি কেবলমাত্র O_1 বিবৃতি থেকে নিঃসৃত হতে পারে না।[17] যথা-

1.	(~O1 ·O2) v (O3 ·~S)	
2.	O1	/ ∴ O3
3.	[(~O1 ·O2) v O3] ·[(~O1 ·O2) v ~S]	1, Dist.
4.	(~O1 ·O2) v O3	3, Simp.
5.	O3 v (~O1 ·O2)	4, Com.
6.	(O3 v ~O1) ·(O3 v O2)	5, Dist.
7.	O3 v ~O1	6, Simp.
8.	~O1 v O3	7, Com.
9.	O1 ⊃ O3	8, Impl.
10.	O3	9, 2, M.P.

চার্চ এভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে, এয়ারের আরোপিত সবকটি শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও যাচাইযোগ্যতা সূত্রের বিপদ কাটছেনা। এই সূত্রের দৌলতে যে কোনো বিবৃতির যাচাইযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।[18]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এয়ারের যাচাইকরণ তত্ত্ব জন্মলগ্ন থেকেই নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। বার্লিনের সমালোচনার হাত থেকে এই যাচাইকরণ সূত্রকে এয়ার রক্ষা করতে পারলেও আলোনঝো চার্চের সমালোচনা যে, এয়ারের এই যাচাইকরণ সূত্রটি অতি উদার অর্থাৎ যে আধিবিদ্যক বাক্যগুলিকে বর্জন করার উদ্দেশ্যে এই সূত্রের জন্ম সেই বাক্যগুলিও এই সূত্রের দ্বারা অর্থপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই এই সূত্রটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই সূত্রটির কোনো প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। এয়ার তাঁর ***The Central Questions of Philosophy*** গ্রন্থে অনেকটা আক্ষেপের সঙ্গে একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে অনেক চেষ্টা করেও এই যাচাইকরণ সূত্রটিকে রক্ষা করা গেল না। এই সূত্রটিকে চার্চের সমালোচনার হাত থেকে বাঁচাতে গেলে এই সূত্রের আরো পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে। এয়ারের ভাষায়,

> "Attempts have since been made to emend the criterion still further so as to escape Church's counter example, but none of them has so far been successful."[19]

তথ্যসূত্র:

[1] Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico Philosophicus.* London: Routledge & Kegan Paul, 1922. p. 49

[2] Hume, David. *An Enquiry Concerning Human Understanding.* Calcutta: Progressive Publishers, 1999. p. 23

[3] Ibid. p. 131

[4] Schlick, Moritz. *Meaning and Verification.* The Philosophical Review, vol. 44 (1936). p.341

[5] Ayer, Alfred Jules. *Language, Truth and Logic.* New York: Dover Publication, 1952. p. 35

[6] Ibid. p. 36

[7] Ibid. p. 35

[8] Ibid. p. 37

[9] Ibid. p. 37

[10] Berlin, Isaiah. "Verification", Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 39, pp. 225-248, Oxford University Press on behalf of The Aristotelian Society, p. 234

[11] *Language, Truth and Logic*, p. 13

[12] Ibid. p. 13

[13] Ibid. p. 13

[14] Ibid. p. 13

[15] Ayer, Alfred Jules. *The Central Questions of Philosophy.* Delhi: The Macmillan Company of India Limited, 1979. p. 27

[16] Church, Alonzo. "Reviewed Works: Language, Truth and logic by Alfred Jules ayer" (2nd ed.), The Journal of Symbolic Logic, vol. 14, no. 1 (Mar., 1949), p. 53

[17] Ibid. p. 53

[18] Ibid. p. 53

[19] *The Central Questions of Philosophy*, p. 27

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Ayer, Alfred Jules. Language, Truth and Logic. New York: Dover Publication, 1952
2. Ayer, Alfred Jules. The Central Questions of Philosophy. Delhi: The Macmillan Company of India Limited, 1979.
3. Berlin, Isaiah. "Verification", Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 39, 1939.
4. Church, Alonzo. "Reviewed Works: Language, Truth and logic by Alfred Jules ayer" (2nd ed.), The Journal of Symbolic Logic, vol. 14, no. 1, Mar., 1949.
5. Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. Calcutta: Progressive Publishers, 1999.
6. Schlick, Moritz. Meaning and Verification. The Philosophical Review, vol. 44, 1936
7. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico Philosophicus. London: Routledge & Kegan Paul, 1922.